

# Al-Qalam

নূন। শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে, (1) আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উম্মাদ নন। (2) আপনার জন্যে অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (3) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (4) সত্ত্বরই আপনি দেখে নিবেন এবং তারাও দেখে নিবে। (5) কে তোমাদের মধ্যে বিকারগ্রস্ত। (6) আপনার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সৎপথ প্রাপ্ত। (7) অতএব, আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না। (8) তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে। (9) যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্চিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। (10)

যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে। (11) যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সে সীমালংঘন করে, সে পাপিষ্ঠ, (12) কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত; (13) এ কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির অধিকারী। (14) তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলে; সেকালের উপকথা। (15) আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। (16) আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ালাদের, যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, (17) ইনশাআল্লাহ না বলে। (18) অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো। যখন তারা নিদ্রিত ছিল। (19) ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণসম। (20)

সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, (21) তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (22) অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে, (23) অদ্য যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। (24) তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে রওয়ানা হল। (25) অতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন বলল: আমরা তো পথ ভুলে গেছি। (26) বরং আমরা তো কপালপোড়া, (27) তাদের উত্তম ব্যক্তি বলল: আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন? (28) তারা বলল: আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। (29) অতঃপর তারা একে অপরকে ভৎসনা করতে লাগল। (30)

তারা বলল: হায়! দুর্ভোগ আমাদের আমরা ছিলাম সীমাতিক্রমকারী। (31) সম্ভবতঃ আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দিবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী। (32) শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর; যদি তারা জানত। (33) মোত্তাকীদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নেয়ামতের জান্নাত। (34) আমি কি আজ্জাবহদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব? (35) তোমাদের কি হল? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? (36) তোমাদের কি কোন কিতাব আছে, যা তোমরা পাঠ কর। (37) তাতে তোমরা যা পছন্দ কর, তাই পাও? (38) না তোমরা আমার কাছ থেকে কেসামত পর্যন্ত বলবৎ কোন শপথ নিয়েছ যে, তোমরা তাই পাবে যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে? (39) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তাদের কে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল? (40)

না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয়। (41) গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে সেজদা করতে আহবান জানানো হবে, অতঃপর তারা সক্ষম হবে না। (42) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে; তারা লাজ্জনাগ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সেজদা করতে আহবান জানানো হত। (43) অতএব, যারা এই কলামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না। (44) আমি তাদেরকে সময় দেই। নিশ্চয় আমার কৌশল মজবুত। (45) আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান? ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা পড়ছে? (46) না তাদের কাছে গায়বের খবর আছে? অতঃপর তারা তা লিপিবদ্ধ করে।

(47) আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মত হবেন না, যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল। (48) যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তবে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে নিষ্কিন্তু হত। (49) অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। (50)

কাফেররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলেঃ সে তো একজন পাগল। (51) অথচ এই কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ বৈ নয়। (52)